বিলিয়ার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'বিলিয়া লেকচার সিরিজ'

লেকচার – ০২

# "বিজয়ের ৫০ বছর : পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ— বাস্তবতা ও করণীয়"

Date & Time

02 April, 2022, Saturday, 03:30 PM

## Program Schedule

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03:30 - 03:40 | : | Welcome Address | **Professor Dr. Mizanur Rahman**<br>Director, BILIA. |
| 03:40 - 04:10 | : | Keynote Paper Presentation | **Mr. Aftab**<br>Researcher, BILIA. |
| 04:10 - 04:40 | : | Panel Discussion | **Mr. Mofidul Hoque**<br>Trustee, Liberation War Museum<br>**Dr. Muhammed Zafar Iqbal**<br>Former Professor,<br>Shahjalal University of Science and Technology |
| 04:40 - 05:00 | : | Open Discussion | **Participants** |
| 05:00 - 05:20 | : | Chief Guest | **Dr. Dipu Moni, MP**<br>Hon'ble Minister, Ministry of Education<br>Government of Bangladesh. |
| 05:20 - 05:30 | : | Concluding Remarks by the Chair | **Barrister M. Amir-Ul Islam**<br>Chairman, BILIA. |

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ল' এন্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (বিলিয়া) এর সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত লেকচার সিরিজের দ্বিতীয় কিস্তি গত ২ এপ্রিল শনিবার বিকেল ৩:৩০টায় বিলিয়া অডিটোরিয়ামে আয়োজিত হয়। "বিজয়ের ৫০ বছর: পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ— বাস্তবতা ও করণীয়" শীর্ষক এই সেমিনারে প্রতিষ্ঠানটির গবেষক জনাব আফতাব মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিলিয়ার পরিচালক অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান। এতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল। অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দিপু মনি এম,পি-র প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ মশিউজ্জামান। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিলিয়ার চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা ব্যারিস্টার এম. আমিরুল ইসলাম। এছাড়াও সেমিনারটিতে দেশের আইন ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুপরিচিত শিক্ষাবিদ, পেশাজীবি, আইনজীবি ও গবেষক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

## স্বাগত বক্তব্যঃ অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান

বিলিয়ার পরিচালক অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বিলিয়ার পক্ষ থেকে অতিথিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সেমিনারের কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন যে, বিলিয়া মূলত আইন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করে, তা সত্ত্বেও বিলিয়া কেন পাঠ্যপুস্তক নিয়ে গবেষণা করেছে? এর কারণ, জাতি

গঠনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শৈশব থেকেই মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলে মেয়েদের কিভাবে শিক্ষিত করা যায় তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেখানে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিলিয়ার একটি গঠনমূলক ভূমিকা থাকা উচিত। আজকে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায় যে তথ্য দেয়া হয়, বাস্তব জীবনে নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে বিশ বছর পর। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যারা আমাদেরকে স্বাধীন দেশ উপহার দিলেন, যারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন আমাদের একটি পতাকার জন্য, তাঁদের সেই ইতিহাস আমরা বর্তমান প্রজন্মকে জানাচ্ছি, সেখানে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে কিনা বা বিকৃত ভাবে তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে কিনা তা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক বিষয়। পরিচালক মহোদয় মনে করেন আয়োজিত সেমিনারের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি বিষয়ই সবাই বুঝতে পারবেন এবং তিনি আশা প্রকাশ করেন যে আজকের সেমিনারটি ভবিষ্যতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

## মূল প্রবন্ধঃ আফতাব

অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ও বিলিয়ার গবেষক আফতাব বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এদেশের মানুষের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে অবিস্মরণীয় ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বিধায় এ বিষয়ক ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও পাঠদানের মাধ্যমে দেশের শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত রাখা হচ্ছে কি না, তা অনুসন্ধান করাই এই গবেষণার প্রধানতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। গবেষণায় দেখা গেছে যে, দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কোনো পাঠ্যবই নির্ধারিত নেই। “বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়” শিরোনামে একখানা বই নির্ধারিত থাকলেও, উক্ত বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষেপিত; ক্ষেত্রবিশেষে ভুলভাবে উপস্থাপিত এবং কোনো কোনো শ্রেণির বইয়ে একেবারেই অনুল্লেখিত।

তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়" শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি শুধুমাত্র 'তৃতীয় থেকে অষ্টম পর্যন্ত'— ছয়টি শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া, উক্ত বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনায় ২৬শে মার্চ থেকে সরাসরি ১৬ই ডিসেম্বরে চলে যাওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস সংক্রান্ত কোনো আলোচনা করা হয়নি। উল্লেখ্য, কোনো কোনো শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস সংক্রান্ত কিছু আলোচনা থাকলেও তা অত্যন্ত সংক্ষেপিত। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা তথ্যবহুল নয়। অত্যন্ত ভাসা—ভাসা আলোচনা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিতান্তই একজন ভাষক ও ঘোষক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে, জাতীয় চার নেতাসহ ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবনী সংক্রান্ত কোনো আলোচনা নেই। 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি শুধুমাত্র ৬টি শ্রেণিতে (তৃতীয়—অষ্টম) আবশ্যিক। এর মধ্যে চতুর্থ, পঞ্চম এবং সপ্তম— এই ৩টি শ্রেণির বইয়ে বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির পিতা' / 'জাতির জনক' হিসেবে সম্বোধন করা হয়নি। নবম—দশম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ের ১৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, *"বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার কারণে ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় একই বেতার কেন্দ্র হতে জিয়াউর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন"।* এটা ইতিহাস বিকৃতি। কেননা, জিয়াউর রহমান 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' পাঠ করেননি।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনার সুনির্দিষ্ট কোনো রুপরেখা ও ধারাবাহিকতা নেই। একেক বইয়ে একেক রকম আলোচনা করা হয়েছে এবং ঘুরেফিরে একই কথা বারংবার বলা হয়েছে। তাছাড়া, বিদ্যমান পাঠ্যপুস্তকে প্রচুর অসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া গেছে। যেমন, অষ্টম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ের ১৬ নং পৃষ্ঠায় ৭ই মার্চের ভাষণকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়েছে। অন্যদিকে নবম—দশম

শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের জন্য নির্ধারিত ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচ’য় বইয়ের ৯ নং পৃষ্ঠায় ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণির ‘সাহিত্য কণিকা’ বইয়ের ৩১ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ৭ই মার্চের ভাষণ ছিলো ১৮ মিনিটের। অন্যদিকে, একই শ্রেণির ENGLISH FOR TODAY বইয়ের ৫০ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ৭ই মার্চের ভাষণ ছিলো ১৯ মিনিটের। ষষ্ঠ শ্রেণির ENGLISH FOR TODAY বইয়ের ৪৮ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিলো ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে। এমন অসংখ্য তথ্যবিভ্রান্তি ও অসঙ্গতি রয়েছে, যা নিয়ে আরও গবেষণা হওয়া দরকার বলে মনে করেন বিলিয়ার এই গবেষক।

শিক্ষার্থীদের শিখনফল সংক্রান্ত ধারণা পেতে ২০১৯ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। এতে দেখা যায়, মাত্র পাঁচটি প্রশ্ন ব্যতিত সকল প্রশ্নের ক্ষেত্রেই ভুল উত্তরের হার বেশি। শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তুলনামূলক বেশি অবগত। ৭ই মার্চ, ২৫শে মার্চ, ২৬শে মার্চ এবং ১৬ই ডিসেম্বর ব্যতিত মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য বিষয়ে কিছুই বলতে পারে না। উল্লেখ্য, এই দিবসগুলো সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য তাদের জানা নেই। পাঠ্যপুস্তকে যাঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে, শিক্ষার্থীরা তাঁদেরকেই বেশি মনে রাখে এবং ইতিহাস সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের উত্তরে তাদের নামই বলে। প্রথম সরকার সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না, স্বাধীনতাবিরোধীদের সম্পর্কেও কিছুই বলতে পারে না শিক্ষার্থীরা। জরিপে অংশগ্রহণকারী অনেকেই ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধকে একাকার করে ফেলেছে। শহীদ বলতে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র সালাম, রফিক, জব্বার ও বরকতকেই বোঝে। ঐতিহাসিক ব্যক্তি সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন করলেই, শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধুর নাম বলে। এর অর্থ, তারা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কেও যথাযথ জ্ঞান রাখে না।

প্রবন্ধ উপস্থাপক বেশ কিছু করণীয় দিক তুলে ধরেছেন। শিক্ষার্থীদের বয়স ও শ্রেণীভেদে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সিলেবাস ও পাঠ উদ্দেশ্য প্রস্তুতকরণ, সকল শ্রেণির পাঠ্যক্রমে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ক একটি পৃথক পাঠ্যবই অন্তর্ভূক্ত করণ, ছোট বাচ্চাদের জন্য (প্রাক—প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পাঠ উপকরণ তথা অডিও, ভিডিও, নাটিকা, মাইম ইত্যাদি প্রস্তুত করণের পরামর্শ দিয়েছেন তরুন এই গবেষক। তার মতে, সকল শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকেই পৃথক পৃথক শিরোনামের অধীনে সত্তরের নির্বাচন, ১ মার্চ জনতার বিক্ষোভ, অসহযোগ আন্দোলন, ৭ই মার্চের ভাষণ ও জনসভা, নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে মুজিব—ইয়াহিয়া—ভুট্টোর ধারাবাহিক সংলাপ ও তার ফলাফল, ২৫শে মার্চ গণহত্যা, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা, ৩০শে মার্চ তাজউদ্দীন আহমদের ভারত সীমান্তে গমন, সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত, ৩ এপ্রিল ইন্দিরা—তাজউদ্দীন বৈঠক, ১০ এপ্রিল সরকার গঠন, ঘোষণা ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, প্রজাতন্ত্র দিবস, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ, ১৭ এপ্রিল প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ, যুদ্ধরত বাহিনীগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় প্রথম সরকারের সাফল্য (প্রশাসনিক, কূটনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি), ৬ ডিসেম্বর ভারতের সংসদে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন, ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভার সদস্যগণের ঢাকা আগমন, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, উপজাতি ও নারী মুক্তিযোদ্ধাদের আলোচনা অন্তর্ভূক্ত করণসহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মৌলিক বিষয়াবলি তথ্যসহ আলোচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া, কওমী মাদরাসাসহ সব ধরণের শিক্ষাব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক বাধ্যতামূলক করারও পরামর্শ দেন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক।

## নির্ধারিত আলোচকঃ জনাব মফিদুল হক

সেমিনারের প্রথম নির্ধারিত আলোচক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক এমন একটি সেমিনার আয়োজন করার জন্য বিলিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে পাঠ্যপুস্তক গোটা জাতি এবং মনন গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই ধরনের আলোচনা আমরা এর আগে শুনিনি। তিনি বলেন, "আমরা সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে দেখি পাঠ্যপুস্তকের মধ্য হতে কিছু অসঙ্গতি তুলে ধরা হয়। বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু খবর প্রকাশিত হয় কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের মূল্যায়ন করা হয়না, যেটা খুবই জরুরী। আর এই মূল্যায়ন এর দায়টা সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের"।

পাঠ্যপুস্তক যাদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রণীত এবং প্রকাশিত হয় সেই ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অনেক। একটি পাঠ্যপুস্তকে  সব বিষয় তুলে আনা সম্ভব না। ফলে এক শ্রেণীতে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা না করে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, "বাংলাদেশে যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান আছে, সরকার সেটার মাধ্যমে সারাদেশে পাঠ্যপুস্তক শুধু প্রকাশই করে না বিতরণও করে। এটাও বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল অর্জন"। জনাব  আফতাবের আলোচনার অনেকগুলো দিক খুবই গুরুতপূর্ণ।

তিনি বলেন, "পাঠ্যবই গুলো মালার মতন দেখতে হবে। তা না হলে কিন্তু বিছিন্ন ভাবে পড়লে অনেক কিছু বোঝা যাবে না"। তিনি আরও বলেন, পাঠ্যপুস্তক লেখার দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের । কিন্তু একটি পাঠ্যপুস্তক লেখার জন্য যে মূল বিশেষজ্ঞ দল প্রয়োজন তা এখনো গড়ে উঠেনি। তিনি আরও বলেন পাঠ্যপুস্তকের অনেক জায়গাতেই  ত্রুটি রয়েছে যেটা একদমই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, "ভাষা কেন এতো বেশি ধোঁয়াশাপূর্ণ হবে? ভাষা সরাসরি উপস্থাপন করতে হবে যাতে তা বোধগম্য হয়ে উঠে। পাঠ্যপুস্তক যাদের জন্য রচনা করা হবে তাদের বয়স এবং তাদের জানা বুঝার পরিধি মিলিয়ে লেখা উচিত"। তিনি বলেন যে, এই দিকটি জনাব আফতাব তার আলোচনায়  ভালোভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন।

## নির্ধারিত আলোচকঃ অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল

সেমিনারের দ্বিতীয় নির্ধারিত আলোচক অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং প্রবন্ধ উপস্থাপককে সাধুবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন যে, প্রবন্ধ উপস্থাপক কর্তৃক পরিচালিত এবং উপস্থাপিত জরিপে যে চিত্র উঠে এসেছে তা আতংকের বিষয়। জরিপে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা যদিও কম তবুও একজন শিক্ষার্থীও কেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ভুল তথ্য জানবে। তবে এতে শিক্ষার্থীদের নয় বরং আমাদেরই দোষ রয়েছে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন কেননা আমরা তাদের সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারিনি। কিন্তু তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, পাঠ্যপুস্তকে যেসব অসঙ্গতি ছিল তা সংশোধনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে পাঠ্যপুস্তক এসব ভুল তথ্যের হাত থেকে মুক্তি পাবে।

পাঠ্যপুস্তক সংশোধনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ যা “শিক্ষার রূপরেখা” শিরোনামে পরিচিত, তাকে ড. জাফর ইকবাল সাধুবাদ জানান এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে এই রূপরেখার মাধ্যমে শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের তথ্যই নয় বরং শিক্ষানীতি প্রণয়নের যে প্রক্রিয়া তাকেও নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা সম্ভব হবে।এরপর তিনি বলেন “শিক্ষানীতিতে আমরা ২টি পরীক্ষা রেখে চুড়ান্ত করে এসেছিলাম। কয়েকদিন পরে দেখি ৪টি পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। পরে শিক্ষানীতি খুলে দেখি, সেখানে তিনটি পরীক্ষার কথা বলা আছে। বাস্তবে প্রয়োগ হচ্ছিল ৪টি”। তবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক গৃহীত সারাদেশের ৬২ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে পাইলটিং প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা এবং পড়াশোনার চাপ কমে আসছে এবং এতে করে তারা শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।তার মতে সমস্যা অনেক আছে এবং এগুলো মোকাবেলা করেই এগিয়ে যেতে হবে সামনে।

তিনি আরোও বলেন শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক নয়, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তথ্য শিক্ষার্থীদের জানাতে হলে সহায়ক বই, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সিনেমা, গল্পের বই এর প্রচলন বাড়াতে হবে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দময় শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেন তারা খেলাধূলা, সহশিক্ষা কার্যক্রম প্রভৃতির মাঝে থেকে আনন্দের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে যেন তাঁরা তাঁদের নিকটবর্তী বধ্যভূমি দর্শন করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাতকার নেওয়ার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য নিজেরাই সংগ্রহ করে। তার মতে এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আরোও ভালোভাবে এবং বিশদভাবে জানতে পারবে।তিনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে প্রস্তাব জানান যেন তারা শিক্ষানীতি প্রণয়নের কমিটিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে করে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সঠিক তথ্য উপস্থাপিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি সত্তরের নির্বাচনের আগের ঘটনাপঞ্জীকেও যেন তুলে ধরা হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল বলেন পাকিস্তান আমল এবং তাদের শোষণ-নির্যাতনকে তুলে ধরা হলে শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধের যথার্থতা অনুধাবন করতে পারবে এবং আগ্রহী হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার উদ্যোগ নিবেন বলে জানিয়েছেন। সবশেষে তিনি বিলিয়াকে এমন একটি গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণের মাধ্যমে সেমিনারটি আয়োজনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

## উন্মুক্ত আলোচনাঃ রাশেদা কে. চৌধুরী

উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, পাঠ্যপুস্তকে সব থাকবে বিষয়টা এমন নয় বরং সহায়ক পাঠ্যপুস্তকেও বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা যায়।

এই পদক্ষেপ নিয়ে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যেসব অসঙ্গতি রয়েছে তা দূর করা সম্ভব। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমিটিতে কারা থাকে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি প্রণয়ন প্রক্রিয়াতেই ভুল থাকে তবে পাঠ্য পুস্তকে ভুল থাকা অসম্ভব নয়। পাঠ্যপুস্তক প্রনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও অঙ্গীকারকে অঙ্গিভূত করতে হবে।

## উন্মুক্ত আলোচনাঃ কাজী আরিফুজ্জামান

আইন মন্ত্রনালয়ের যুগ্ম-সচিব কাজী আরিফুজ্জামান বলেন, কোনও আন্দোলনের যদি আইনগত ভিত্তি না থাকে তবে সে আন্দোলনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, যেমনঃ শ্রীলঙ্কা বা স্পেনের কাতালুনিয়ার ক্ষেত্রে এমনটা দেখা গেছে। ইতিহাসকে রাজনৈতিকিকরণ করা যায়না। ইতিহাস যদি নিজস্ব গতিতে চলে তবে তা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফসল যা শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। এই গবেষণার মাধ্যমে উঠে এসেছে যে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয়া হয়েছে, যা দুঃখজনক।

## প্রধান অতিথির প্রতিনিধিত্বকারীর বক্তব্যঃ প্রফেসর মোঃ মশিউজ্জামান

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দিপু মনি এম,পি-র প্রতিনিধি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ মশিউজ্জামান বলেন, আমাদের দেশে পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে আলোচনা করা হয়না, যা অতীব প্রয়োজনীয়; বিধায় তিনি বিলিয়ার এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। তিনি আরও জানান যে পাঠ্যপুস্তক রচনা করা একটি বিশেষায়িত বিষয়, যে বিষয়ে চর্চা কিংবা প্রশিক্ষণের আমাদের দেশে তেমন সুযোগ নেই, যা নিয়ে এনসিটিবি প্রায়শই সমস্যায় ভুগে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যেকোন সময় যেকোন রকম অভিযোগ উঠলে এনসিটিবি তা সমাধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

'বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে অপর্যাপ্ত আলোচনা করা হয়েছে,' - অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচকের এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক মোঃ মশিউজ্জামান আরো বলেন, পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে এনসিটিবি "curriculum mapping" এর মাধ্যমে ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করে। তিনি আরো বলেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বইতে মুক্তিযুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে বিভ্রান্তিকর শব্দচয়নের বিষয়ে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং জানান তিনি এ বিষয়ে অতি দ্রুত ব্যাবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি জানান যে, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমিটি বিশেষজ্ঞ, শ্রেণি শিক্ষক ,কারিকুলাম স্পেশালিস্ট, ১ জন এনসিটিবি কর্মকর্তা এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত হয়। তিনি আরও বলেন, এ কমিটি যেন ঠিকমতো পরিচালিত হয়, সে বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং এনসিটিবি'র কর্মকর্তারা সর্বদা সচেষ্ট থাকেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচকের গবেষণার বিষয়ে তিনি আরও বলেন, এখানে কন্টেন্টের বিষয়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে শুধু পাঠ্য পুস্তক থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে জানা যাবেনা। শিক্ষার্থীদের অন্যান্য মাধ্যম হতে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। এছাড়াও তিনি

সরকারের এলাকা হতে থানা, থানা হতে জেলা, জেলা হতে বিভাগসমুহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক নানান উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং তা বাস্তবায়নের কর্মসুচির কথা উল্লেখ করেন। তিনি নতুন শিক্ষাক্রমের প্রত্যেকটি বিষয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট অন্তর্ভুক্ত করার সরকারের পরিকল্পনার বিষয়েও উল্লেখ করেন। তিনি নতুন শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

## সভাপতির বক্তব্যঃ ব্যারিস্টার এম. আমিরুল ইসলাম

সভাপতির বক্তব্য দিতে গিয়ে বিলিয়ার চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা ব্যারিস্টার এম. আমিরুল ইসলাম বলেন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে একটা গ্যাপ হয়েছে যেটা খুব সহজে আজকের উপস্থাপনার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের পর মুজিবনগর সরকারের সকল কাগজপত্র বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয় যেটা পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেটা এখন খুঁজে বের করা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

পাঠ্যপুস্তকের বর্তমান অবস্থান প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে জাতি হিসেবে আমাদের অধঃপতন হচ্ছে কারন আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে পারছি না। আমাদের সৎ এবং সততার অবক্ষয় ঘটেছে। বুকলেটে উপস্থাপিত কিছু  তথ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধের দর্শন বিকৃত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের আসল ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে বর্তমান অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য বড় মাপের সংশোধন আনা প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তকে সত্য ও অবিকৃত ইতিহাস বর্ণনার কোন বিকল্প নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।